



293635 - যবে ব্যক্তিকোন এক দশে সফরে যাচ্ছনে যখনে তিনি আটদনি থেকে একটি কোর্সে অংশ গ্রহণ করবনে; যবে কোর্সে গভীর মনোযোগ দিতে হবে; এমতাবস্থায় কিতার জন্যে রোযা না রাখা বধৈ?

প্রশ্ন

আমি জেদেদাত মুকীম। লণ্ডনে যাচ্ছি। সেখানে আটদনি থাকব। সফরে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মানরে পরীক্ষা পাস করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করা। কোর্সটির সময় হচ্ছে ইফতারের চার ঘণ্টা আগে থেকে। মাগরিবেরে আযান পর্যন্ত কোর্স চলবে। এ কোর্স করতে কিছু রোগীদের অবস্থার উপর নবিড়ি মনোযোগ দয়ো প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমার জন্য রোযা না-রাখা কিজায়বে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনার সফরের দনি ও ফরিে আসার দনি শহররে ঘরবাড়ী অতক্ৰিম করার পর রোযা ভঙেগে ফলো জায়বে। উদাহরণতঃ যদি আপনার সফর হয় জেদেদা থেকে দুপুরে। তাহলে রাত থেকে রোযার নয়িত করা ও পানাহার থেকে বরিত থাকা আপনার উপর ওয়াজবি; যতক্ষণ না আপনি শহররে ঘরবাড়ী অতক্ৰিম করেন। অতক্ৰিম করলে রোযা ভঙেগে ফলো আপনার জন্য জায়বে হবে।

অনুরূপ বধিান প্রয়োজ্য আপনার ফরেত আসার দনিও। আপনি যদি দিনরে বলোয় সফর করেন তাহলে শহররে ঘরবাড়ী অতক্ৰিম করার আগে রোযা ভাঙবনে না।

যবে ব্যক্তি দিনরে বলোয় সফর করেন তার জন্য রোযা ভাঙা জায়বে। এটি ইমাম আহমাদরে মাযহাব এবং শাফয়ে, ইসহাক ও দাউদরে অভিমিত। এবং এটাই অগ্রগণ্য অভিমিত।

আর জমহুর আলমেরে মতে, যবে ব্যক্তি দিনরে বলোয় সফর করেন তার জন্য সেই দিনরে রোযা ভাঙা জায়বে নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) অগ্রগণ্য অভিমিতরে দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "যহেতে উবাইদ বনি জুবাইর (রহঃ) বলেন: আমি আবু বাসরা আল-গফিরীর সাথে রমযান মাসে ফুসতাত থেকে জাহাজে উঠেছিলাম। জাহাজ রওয়ানা হল। এরপর দুপুরেরে খাবারেরে

সময় হল। তখনও বাড়ীঘর অতক্ৰিম করনে। কিন্তু তিনি দিস্তরখান বহিনের নরিদশে দলিনে। এরপর বললনে: কাছে আস। আমবিললাম: আপনাবাড়ীঘর দখেছনে না? তিনি বললনে: তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুননত থেকে বমিখ হতে চাও? এরপর তিনি খিয়েছনে। [সুনানে আবু দাউদ] এরপর তিনি বলনে: যদি এটি সাব্যস্ত হয় তাহলে বাড়ীঘরগুলকে পছনে ফেলোর আগে রোযা ভাঙগা বধে হবে না। অর্থাৎ বাড়ীঘরগুলকে অতক্ৰিম করা এবং এগুলোর মধ্য থেকে বরে হয়ে যাওয়া।

আল-হাসান বলনে: যাই দিনে সফর করতে ইচ্ছুক সেই দিন সে চাইলে নজি বাসাতই ইফতার করতে পারে। অনুরূপ কথা আতা থেকেও বর্ণিত আছে। ইবনে আব্দুল বার বলনে: হাসানরে উক্তটি বরিল। নজি গৃহে থাকাবস্থায় রোযা ভাঙগার পক্ষে কারো অভিমত নই। কোন আকল দিললিও নই, নকল দিললিও নই। হাসান থেকে এর বিপরীত অভিমতও বর্ণিত আছে। [আল-মুগনী (৩/১১৭) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

মুসাফরি ব্যক্তি যদি কোন শহরে চারদিনের বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে মালকে, শাফয়ে ও হাম্বল মাযহাবে আলমেদরে মতে, তথা জমহুর আলমেদরে মতে, সে মুকীমরে হুকুমে পড়ে। একজন মুকীমরে উপর যা যা অনবির্য়; যমেন রোযা রাখা ও নামায পরপূর্ণভাবে আদায় করা তার উপরেও সগেলো আদায় করা অনবির্য়।

ইবনে কুদামা বলনে: যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন শহরে ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ার নিয়ত করে তাহলে সে নামাযগুলো পূর্ণভাবে আদায় করবে। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে: যটুকু সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করলে মুসাফরি ব্যক্তিকে নামায পরপূর্ণ সংখ্যায় পড়তে হবে সেটো হচ্ছে- ২১ ওয়াক্তরে চয়ে বেশি নামায। আল-আসরাম, আল-মারযুকী ও অন্যান্য আলমেগণ এটি বর্ণনা করছেন। তাঁর থেকে এটিও বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ চারদিন থাকার নিয়ত করে তাহলে সে ব্যক্তিও নামায পূর্ণভাবে আদায় করবেন। আর যদি এর চয়ে কম সময় থাকার নিয়ত করে তাহলে কসর করে পড়বে। এটি ইমাম মালকে, শাফয়ে ও আবু ছাওররে অভিমত। [আল-মুগনী (২/৬৫) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৮/৯৯) এসছে: "যে সফরে বরে হলে সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ করা যায় সেটো হলো প্রথাগতভাবে যটোকে সফর বলা হয়। এর দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৮০ কঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ দূরত্ব বা তার চয়ে বেশি দূরতবে সফর করবেন তিনি সফররে ছাড়গুলো ভোগ করতে পারনে; যমেন- তিনিদিনি তনিরাত মোজার উপর মাসহে করা, নামাযগুলো একত্রিত করে ও কসর করে আদায় করা, রমযানরে রোযা ভাঙ করা। এই মুসাফরি যদি কোন শহরে চারদিনের বেশি সময় থাকার নিয়ত করেন তাহলে তিনি সফররে ছাড়গুলো নতি পারবেন না। আর যদি চারদিন বা চারদিনের চয়ে কম সময় থাকার নিয়ত করেন তাহলে তিনি সফররে ছাড়গুলো নতি পারবেন। আর যে মুসাফরি এমন কোন দেশে অবস্থান করছেন কিন্তু তিনি জাননে না যে, কবে তার প্রয়োজন শেষ হবে এবং তিনি অবস্থান করার জন্য নরিদষ্টি কোন সময় ধার্য



করবেন; তাহলে তিনি সফর অবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন; এমনকি যদি সে সময়টা অনেক লম্বা হয় তবুও।
এক্ষত্রে স্থল পথে সফর বা জল পথে সফর এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আপনি যিহেতু লন্ডনে আটদিন থাকার নিয়ত করছেন তাই এ অবস্থানকালে আপনার জন্য
নামায কসর করা ও রোযা ভাঙা জায়যে হবে না।

আপনি যি কষ্ট ও মনোযোগ দয়ার প্রয়োজন কথা উল্লেখ করছেন সেগুলো রোযা ভাঙার বৈধতা দিয়ে না।

আরও জানতে দেখুন: [132438](#) নং ও [141646](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।